সংবাদ

তারিখ ২৪ DEC 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৯

প্রকৌশলীদের প্রতি শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে সৃজনশীল হতে হবে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের (ইইডি) প্রকৌশলীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে সৃজনশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রকৌশলীদের উদ্দেশ করে তিনি বলেন, সততার সাথে ও সঠিকভাবে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। কাজের মাধ্যমেই সুনাম অর্জন করতে হবে। জনগণের টাকার অপচয় করা যাবে না উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ঘুষ, দুর্নীতি, অপচয় সহ্য করা হবে না। যে কোন ধরনের ঘুষ-দুর্নীতির ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতির কথাও তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন।

গতকাল রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের সহকারী প্রকৌশলী ও মাঠ পর্যায়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। ইইডি ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি মো. আলতাফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. আলমগীর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. অরুণা বিশ্বাস, ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক মো. শামসুর রহমান, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. জিনাত ইমতিয়াজ আলী এবং ইইডি ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ জড়িত। ইইডি যেসব প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করছে, সেসব প্রতিষ্ঠানে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পড়ালেখা করবে। তারাই হবে উন্নত বাংলাদেশ নির্মাণের অগ্রগামী দল। তাই এসব প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ যাতে সুন্দর হয় এবং নির্মাণশৈলী উন্নত হয়, সেদিকে এ অধিদফতরের প্রকৌশলীদের খেয়াল রাখতে হবে। কাজের মধ্যে সৃজনশীলতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ হতে হবে। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ শুরুর আগে এর সার্বিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরিরও পরামর্শ দেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, এ অধিদফতরকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে। অধিদফতরের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকেই এখন প্রধান প্রকৌশলী নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এর কর্মপরিধি ব্যাপক বৃদ্ধি করা হয়েছে। এজন্য ৫৬৫৪টি নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে। অধিদফতরের উন্নয়নে ৩৮৪ কোটি টাকার প্রকল্প একনেকে পাস হয়েছে। এর মাধ্যমে ঢাকায় একটি ১৫ তলা ভবন এবং ৩২টি জেলায় ইইডির নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা হবে। তিনি এ প্রকল্পের কাজ মানসম্মতভাবে সম্পন্ন করার আহ্বান জানান।

সরকারের উন্নয়ন কাজের চিত্র তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, এ অধিদফতরের আওতায় তিন হাজার স্কুল ভবন, দেড় হাজার কলেজ ভবন, ৭০টি বৃহৎ কলেজে ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রতিটি উপজেলায় মডেল স্কুল, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসা ভবন নির্মাণের কাজও চলছে। এসব কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য তিনি প্রকৌশলীদের তাগিদ দেন। আগের তুলনায় বাজেট বরাদ্দ অনেক বেশি হওয়ায় কাজের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, যথাসময়ে এসব কাজ শেষ করতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। শিক্ষার দিক থেকে দেশ এগিয়ে গেলেও ধারাবাহিকভাবে এর মান ধরে রাখা এখন বড় চ্যালেঞ্জ। কেননা আমাদের নতুন প্রজন্ম ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। আমরা যদি তা না করতে পারি তাহলে সেটাই হবে আমাদের ব্যর্থতা। তাই শুধু শিক্ষার উন্নয়ন হলে হবে না, শিক্ষার মানেরও উন্নয়ন করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চাকরির ক্ষেত্রেও এখন মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিকে শতকরা ৫১ শতাংশ, মাধ্যমিকে ৫৩ শতাংশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ৪৫ শতাংশ মেয়েরা শিক্ষাগ্রহণ করছে। ফলে ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে এখন মেয়েরাও এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ একটি অনুকরণীয় দেশ মন্তব্য করে তিনি বলেন, এমন এক সময় ছিল যখন বাংলাদেশে শিক্ষার মানের উন্নয়ন ছিল না। বিয়ের বয়স হওয়ার আগেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয়া হতো। এখন আর সেই দিন নেই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এখন বাংলাদেশকে উদাহরণ হিসেবে নেয়। বাংলাদেশকে অনুকরণ করে।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী উপ-সহকারী প্রকৌশলী থেকে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত ৪৬ জন প্রকৌশলীকে স্মারক উপহার প্রদানের মাধ্যমে অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে অধিদফতরে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ৮৫ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলীকেও স্বাগত জানানো হয়।